তবু বিচার হোক

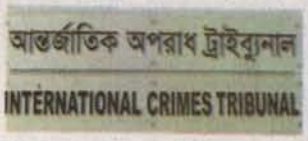

মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় আলোচিত ৬ যুদ্ধাপরাধীর মামলা ট্রাইব্যুনাল ও আপিল বিভাগে আটকে আছে। সাধারণ মানুষ এখন আর সেদিকে নজর দিচ্ছে না। তারা যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবি করতে করতে ক্লান্ত। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ক্ষণে ক্ষণে বাঁক পরিবর্তন করছে। দুই প্রধান রাজনৈতিক দল এই ট্রাইব্যুনালকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। আলোচনা-সমালোচনার জালে আটকা পড়ে ট্রাইব্যুনালের কাজের গতি ব্যাহত হচ্ছে বলে আমি মনে করি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারব্যবস্থা মানুষকে অসন্তুষ্ট করছে। তারপরও বলব ট্রাইব্যুনালই আমাদের শেষ ভরসা। এত কিছুর পরও সুষ্ঠুভাবে বিচার হোক।

সেলিম সোলাইমান
সাভার, ঢাকা

ফেসবুকে অশ্লীল বিজ্ঞাপন

পয়সা দিয়ে ফেসবুকের মতো বিশাল সামাজিক নেটওয়ার্কে এখন অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ওয়েবসাইট, পেজ ও ব্লগের বিজ্ঞাপনও দেয়া যায়। বাংলাদেশ থেকেও এ ধরনের অসংখ্য বিজ্ঞাপন সাবমিট করা হচ্ছে। ফেসবুকও অবলীলায় সেগুলো প্রচার করে যাচ্ছে। এক একটি বিজ্ঞাপন মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আমি জানতে চাই, সরকার এসব বিজ্ঞাপন কোন নীতিমালা ও আইনের বলে নিয়ন্ত্রণ করবে? ফেসবুক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। তাহলে উপায় কী?

জমিরউদ্দিন সরদার
শিবপুর, নরসিংদী

বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াই

উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও বেশিরভাগ জেলায় অবনতি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় বন্যাদুর্গতের কাছে ত্রাণও পৌঁছানো যাচ্ছে না। অনেক জেলায় মানুষ না খেয়ে কোনোভাবে দিনযাপন করছে। পানিবাহিত রোগ বাড়ছে, খাবার পানির সঙ্কট তীব্র। সাপের উপদ্রবও বেড়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলো না থাকলে আমরা সেখানকার হতভাগা মানুষগুলোর দুর্গতির কথা জানতেও পারতাম না। অনেক জায়গার খবর হয়তো পাচ্ছিও না। সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোরও এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো উচিত।

রেজা নূর খান
শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

আর কতকাল সহ্য করব?

বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি খুন হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে পতাকা বৈঠক হয়, সম্মেলন হয়, কূটনৈতিক সফর হয়, কিন্তু হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয় না। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। ৩১ আগস্ট সাতক্ষীরার বৈকারি সীমান্তের আহাদ আলী নামে এক গরু ব্যবসায়ীকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে বিএসএফ। কখনো শুনি না, ফেনসিডিল বা ইয়াবা ব্যবসায়ী বিএসএফের হাতে ধরা পড়েছে। সাধারণ মানুষই তাদের হাতে ধরা পড়ে নির্যাতনের শিকার হয়, মারা যায়। ফেলানীর কথা ইতিহাস হয়ে আছে। আর কতকাল আমরা এসব সহ্য করব?

কানিজ ফাতেমা
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

সাবস্ক্রাইবারদের যন্ত্রণা

ভেবেছিলাম বিভিন্ন অফারের মেসেজ পাঠিয়ে সাবস্ক্রাইবারদের সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয় আমার সার্ভিস প্রোভাইডার। কিন্তু সার্ভিস প্রোভাইডার বদলেও দেখলাম, অবস্থা একই। কেউ এই ধরনের মেসেজ পাঠায় তো, কেউ ওই ধরনের। কেউ আবার মেশিনের মাধ্যমে কল করে অফারের বিজ্ঞাপন দেয়। ধরুন, আপনি কোনো মিটিংয়ে আছেন তখন কল এলো, কলটি রিসিভ করে শুনলেন রোবটিক কণ্ঠে মহিলা বলছেন, 'মুন্নি বদনাম হু-ই ডার্লিং তেরে লিয়ে গানটিকে কলার টিউন করতে...'। অদ্ভুত! আপনি ওই রোবটটিকে কিছুই বলতে পারবেন না। যার যা ইচ্ছে তাই করছে। আমাদের গ্রাহকদের কিছুই করার নেই।

কাজল রায়হান
ধানমণ্ডি, ঢাকা

অভিযান অব্যাহত থাকবে তো?

হঠাৎ করেই বিভিন্ন নাইট ক্লাবে অভিযান চালাচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। জব্দ করছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ। দেরিতে হলেও প্রশাসনের টনক নড়েছে। ক্লাব, হোটেল, মোটেল ইত্যাদি স্থানগুলোকে প্রথম থেকেই তদারকিতে রাখা উচিত ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হোটেল, ক্লাব ও বারের বিরুদ্ধে অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অনেকে বলেন, এসব ক্লাব, বার ও হোটেলের মালিকরা অনেক প্রভাবশালী এবং রাজনীতিঘেঁষা বলেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না।

নওরোজ ইমতিয়াজ
পোস্তগোলা, ঢাকা

ইতিহাসের পথ যেন সুগম হয়

মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধী আবদুল আলীম মারা গেছেন। একাত্তরে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করে। বিচারের আগেই যদি আলীম মারা যেতেন তাহলে আজীবন আমাদের আফসোস থেকে যেত। এখন আমরা একটু হলেও স্বস্তিবোধ করছি। এখন আমরা বলতে পারি, একজন সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যু হয়েছে। আমরা আশা করি, বাকি যুদ্ধাপরাধীরাও শাস্তির বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।

স্ন্যাপশট

হলদে-পা হরিয়াল

ছবি : মাসুক আহমেদ, *মিরপুর, ঢাকা*

ইতিহাস যেন দ্বিধাহীনভাবে তাদের মূল্যায়ন করতে পারে।
শাইখ হামিদুর রহমান
কারওয়ানবাজার, ঢাকা

পাকিস্তানে আবারো সামরিক শাসনের পদধ্বনি

পাকিস্তান আবারো উত্তাল। আবারো রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। রাজনীতিবিদরা যে অকেজো ও অথর্ব তা প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। চেষ্টা সফল হলে আবারো সামরিক শাসন জারি হবে। আবারো দেশটির সাধারণ জনগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, বাক-স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হবে। জঙ্গিবাদ আরো বিস্তারিত হবে। বিরোধী দলগুলো সরকার পতনের আন্দোলনে নেমেছে। আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা কেউ ভাবছে না। নওয়াজ শরীফও কঠোর অবস্থানে রয়েছে। আমার মনে হয় এসব দেখে ষড়যন্ত্রকারীরা মুচকি হাসে।
জান্নাত বিনতে হায়দার
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

অপ্রতুল পাঠাগারের রাজধানী

আগে পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার ছিল, এখন নেই। আগে রাশি রাশি উজ্জ্বল সব বইয়ে ভরা থাকত দোকানগুলো, এখন থাকে না। বই পড়াও কমে গেছে। মূল্যবোধও হ্রাস পেয়েছে। সারাদেশেই গ্রন্থাগারের অভাব। পুরো রাজধানী ঢাকা চষে বেড়ালেও একটি মানসম্পন্ন পাঠাগার পাওয়া যাবে না। জাতীয় গ্রন্থাগার অত্যন্ত অব্যবস্থাপনায় পড়ে আছে। গুলিস্তানে অবস্থিত গ্রন্থভবনের পাঠাগারটিরও করুণ দশা। বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো গ্রন্থাগার নেই, যা খুব দুঃখজনক। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরির অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়।
জাকির উসমান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

কালাবাবুদের গোড়া মজবুত

এলাকাভিত্তিক মাস্তানি ও সন্ত্রাস যে বন্ধ হয়নি, মগবাজারের ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় তা আরো একবার প্রমাণিত হলো। বলা হচ্ছে, এই খুনের সঙ্গে কালাবাবু নামের সন্ত্রাসী জড়িত। দীর্ঘদিন ধরে এই কালাবাবু এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তার বিরুদ্ধে বহু মামলা রয়েছে, এখন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত কারা তাকে টিকিয়ে রাখল সেই তদন্ত কেউ করবে না। এই কালাবাবুরা কীভাবে রাজত্ব করে, কীভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় তা খতিয়ে দেখা হয় না। কারণ এদের গোড়া খুব মজবুত। কালাবাবুরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেই প্রশ্রয়দাতারা মুশকিলে পড়ে।
সামিউল রহমান
চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ

'গান্ধী' ছবির স্রষ্টার বিদায়

বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক 'গান্ধী' ছবির পরিচালক রিচার্ড অ্যাটেনবোরো আর নেই। প্রায় ৯১ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেছেন। হয়তো অকাল মৃত্যু নয়, কিন্তু তার মতো গুণী শিল্পী যে বয়সেই চলে যান না কেন, মনে হয় অকালেই চলে গেলেন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি যা দিয়ে গেছেন, তার জন্য ইতিহাস তাকে চিরদিন মনে রাখবে। তার ৮টি একাডেমিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি গান্ধীই তাকে বহুকাল বাঁচিয়ে রাখবে। মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং আদর্শের সঙ্গে বিশ্ববাসীকে পরিচয় করিয়ে দিতে এই চলচ্চিত্রটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। আর এজন্যই অ্যাটেনবরোকেও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।
কায়সার মাহমুদ খান
গাবতলী, ঢাকা

বিপদের পূর্বাভাস

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, জ্বালানি তেলের দাম এখনই বাড়ছে না। সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি এ কথায় স্বস্তি পাইনি, বরং চিন্তিত। এ কথার অর্থ আবারো জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর আলোচনা হয়েছে এবং এখনই দাম না বাড়লেও পরে বাড়ানো হবে। মন্ত্রী মহোদয় এ কথার মাধ্যমে যেন দাম বাড়ানোরই ইঙ্গিত দিলেন। আবারো জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর অর্থ নিত্যদিনের খাদ্যপণ্যের দাম এবং পরিবহনের ভাড়া আরো একদফা বৃদ্ধি করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। মন্ত্রীরা অবশ্য বরাবরের মতো বলবেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর প্রভাব যাতে বাজারে ও পরিবহন সেক্টরে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। কিন্তু আমাদের তাতে আশ্বস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং এটি আমাদের বিপদের পূর্বাভাস।
শাহজাহান আলী
উত্তরা, ঢাকা

মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে সহিংসতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে মেরে গুরুতর আহত করেছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের কিছু ছাত্র। হামলাকারীদের ৭ জনকে চিহ্নিত করে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই কঠোর পদক্ষেপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। হামলাকারীদের কেউ ছাত্ররাজনীতি করে বলে জানা যায়নি। কিন্তু তারা সন্ত্রাসীদের মতোই আচরণ করেছে। এর কারণ আমাদের মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে সহিংসতা ঢুকে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে আমরা একটি মেধাহীন ও অসহনশীল জাতিতে পরিণত হবো।
নিবারণ চক্রবর্তী
বাসাবো, ঢাকা

বোধোদয় হোক বিশ্বনেতাদের

বৈশ্বিক উষ্ণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অস্বাভাবিক হারে গলতে শুধু করেছে ভূপৃষ্ঠের বরফ। গবেষণা বলছে, এভাবে চলতে থাকলে একুশ শতাব্দী শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। এর ফলে পরিবেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এ বিষয়ক কোনো গবেষণাই ভালো খবর দিতে পারছে না; বরং একেকটি গবেষণাপত্র একেকটি সতর্কবার্তা হিসেবে হাজির হচ্ছে। কিন্তু আমরা সেদিকে নজর দিচ্ছি না। আমরা শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি নোট নিয়ে ব্যস্ত। পৃথিবীই যদি না থাকে, তাহলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়ে কী হবে? এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও বিশ্বনেতাদের কি নেই?
সোবহান মল্লিক
কাপাসিয়া, গাজীপুর

আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ গৌণ কেন?

বিভিন্ন দেশে ছেলেমেয়েরা মূলধারার পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মরক্ষার জন্য কারাতে ও জুডো প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। নব্বইয়ের দশকে আমরাও দেখেছি ভোরে খেলার মাঠে নিয়ম করে ছেলেমেয়েরা কারাতে অথবা জুডো শিখছে। অভিভাবকরা কি এখন ছেলেমেয়েদের আত্মরক্ষা নিয়ে মাথা ঘামান না? নাকি ছেলেমেয়েদের কারাতে-জুডো শেখার সময় নেই বলে এ নিয়ে আমরা আর ভাবছি না? এটাও ঠিক যে, যেখানে খেলার মাঠ নেই, সেখানে কারাতে-জুডো শেখার জায়গা কোথায়? যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে।
শামীমা নাসরিন
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

মরদানি অনুপ্রাণিত করেছে

ভারতীয় চলচ্চিত্র 'মরদানি' ছবিটি দেখে আমি মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত। এই সিনেমার মাধ্যমে অনেকদিন পর রানী মুখার্জি তার সবটুকু দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। তার সাবলীল ও ব্যতিক্রমী অভিনয় এই ছবিটিকে একটি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গতানুগতিক কাহিনীর বাইরে আসতে পেরেছে মরদানি। নারীর শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক সিনিয়র ইন্সপেক্টর শিবানী তথা রানী। ছবিটিতে গতি আছে, আছে সাসপেন্স। সাম্প্রতিক সময়ের শ্রীদেবীর 'ইংলিশ-ভিংলিশ', বিদ্যার 'কাহানি' এবং মাধুরী-জুহির 'গুলাব গ্যাং'য়ের পর মরদানিই নারীপ্রধান ছবির অনন্য উদাহরণ।
সায়মা হাওলাদার
শ্যামপুর, ঢাকা

পাঠক ফোরামে লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা
পাঠক ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল : info.shaptahik2000@gmail.com